দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্প

পটভূমি :

টেকইস উন্নয়ন লক্ষমাত্রা, ৭ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় শিক্ষানীতিসহ সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনায় মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং শিক্ষার মান উন্নয়নসহ শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মানুষের মানসিক উৎকর্ষ সাধন এবং শিক্ষার - সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে সৃজনশীল পঠন-পাঠন ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সৃজনশীল পঠন-পাঠন ও নানামুখী সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে মানুষের বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম। দেশের সর্বত্র মানুষের দোরগোড়ায় লাইব্রেরি ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সেবা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে মানুষের মানসিক উৎকর্ষ সাধন এবং শিক্ষা -সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের কাজগুলো অনায়াসেই করা সম্ভব।জাতির মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষমাত্রা গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর দেশের সবগুলো জেলা-উপজেলায় মানুষের দোরগোড়ায় সৃজনশীল পঠন-পাঠন ও নানামুখী সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা আজও ঐ পর্যায়ে পৌঁছায়নি যার দ্বারা দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের দোরগোড়ায় গ্রন্থাগারের সুবিধাদি পৌঁছে দেয়া যায়। বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলোও এই ক্ষেত্রে খুব একটা কার্যকরি ভূমিকা রাখতে পারছে না। ভালো একটি বই বাড়িতে নিয়ে পড়ার সুযোগ এদেশের পাঠকদের খুব কমই আছে। এমনকি ঢাকা মহানগরীতে বসবাসরত প্রায় দুই কোটি মানুষের জন্য শাহবাগে একমাত্র সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার এবং দু-একটি ছোট-বড় গ্রন্থাগার থাকলেও, যাতায়াতের কষ্ট আর ব্যয়-বহুলতার কারণে সেগুলোতে আসা-যাওয়া করাও পাঠকদের জন্য কঠিন। ব্যাপারটা ঢাকা মহানগরীর মতো দেশের প্রায় সব ছোট-বড় শহর সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। দেশের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল তো এ সুযোগ থেকে পুরোপুরিই বঞ্চিত। যদিও দেশে বর্তমানে উপজেলা পর্যায়ে দু'টি গণগ্রন্থাগারসহ জেলা পর্যায় পর্যন্ত মোট ৭১(একাত্তুর)টি সরকারি গণগ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে এবং এর কার্যক্রম জোরদার করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু ওপরে বর্ণিত অসুবিধাগুলোর কারণে বিদ্যমান সরকারি গণগ্রন্থাগারগুলো থেকে সকল পাঠকঘরে বসে গ্রন্থাগারের সুবিধা এবং সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে না। একদিকে লাইব্রেরি ব্যবস্থার অপ্রতুলতাসহ সুস্থধারার সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগের অভাব অপর দিকে ক্রমবর্ধনশীল ইন্টারনেট সুবিধার অপব্যবহার, অপ আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসন তরুণ প্রজন্মকে বিপথগামী হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে এবং বর্তমান প্রজন্মকে একটি বই-বিমুখ প্রজন্ম হিসেবে তৈরি করছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামীদিনের বাংলাদেশ হয়ত মূল্যবোধহীন, অসংস্কৃত, বৈষয়িকতায়পূর্ণ প্রজন্মের দ্বারাই পরিচালিত হবে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সমাজে সৃজনশীল পঠন-পাঠন, নীতি ও মূল্যবোধের চর্চা এবং সুস্থ সংস্কৃতির চর্চার ব্যাপকভিত্তিক সুযোগ তৈরি করতে হবে।

ভ্রাম্যমাণ গণগ্রন্থাগারের দ্বারা গ্রন্থাগার সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার মাধ্যমে প্রচলিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে দেশে একটি ব্যাপকভিত্তিক লাইব্রেরি আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব, যেখানে শুধু বই পড়াই নয়, এর পাশাপাশি থাকবে সাংস্কৃতিক চর্চারও বিপুল সুযোগ। ১৯৯৯ সাল থেকে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র অব্যাহতভাবে দেশে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি সেবা প্রদান করে আসলেও বিগত ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে এই ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কর্মসূচি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় সরকারের একটি উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ৩০ জুন ২০১৭ তারিখে শেষ হয়েছে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ায় পূর্বেই নতুন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্তির পর একই কাজ সরকারি সংস্থা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কার্যপদ্ধতি ও বিস্তৃতি:

এই কার্যক্রমের আওতায় সুদৃশ্য কাঁচে আবৃত ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার-গাড়ি উন্নতমানসম্পন্ন রুচিশীল বিভিন্ন ধরনের বই নিয়ে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট এলাকায় উপস্থিত হয়ে ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা সময় সেখানে অবস্থান করে পাঠকদের মধ্যে বই দেওয়া-নেওয়া করবে। এ সময়ে পাঠকরা ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার-গাড়িতে এসে তাঁর পছন্দের বইটি বাড়িতে নিয়ে যাবেন এবং আগের সপ্তাহের নেওয়া বইটি ফেরত প্রদান করবেন।

প্রথম বছর বিভিন্ন সাইজের ৪৬টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার-গাড়ি ইউনিটের মাধ্যমে দেশের ৫৮টি জেলার ১৯০০টি স্পট/এলাকায়মানুষের দোরগোড়ায় বই পড়া ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে।

দ্বিতীয় বছরথেকে প্রকল্প মেয়াদ পর্যন্ত ৭৬টি গাড়ি লাইব্রেরির মাধ্যমে দেশের সবগুলো জেলায় ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি সেবা প্রদান করা হবে। সংশ্লিষ্ট জেলার রাস্তার প্রসারতা ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিবেচনায় দ্বিতীয় বছরে ৩০টি ছোট আকৃতির (কম/বেশি ১-টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন) লাইব্রেরি-গাড়ি এ কার্যক্রমে যুক্ত করা হবে। উল্লেখ্য যে, প্রত্যক্ষ পাঠক ছাড়াও এসকল ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের পরোক্ষ পাঠকও হবে অনেক। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের

একজন সভ্য পড়ার জন্য যে বইটি বাড়িতে নিয়ে যাবেন সেটি তিনি ছাড়াও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ বন্ধু-বান্ধবরাও পড়বেন, ফলে প্রত্যক্ষ পাঠকের মতো এর পরোক্ষ পাঠকও হয়ে দাঁড়াবে বিপুল।

সাংস্কৃতিক কার্যক্রম:

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে বই পড়ানোর পাশাপাশি এই কার্যক্রমে আরও একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তা হচ্ছে, পাঁচ-ছয় দশক আগে এদেশের ছোট বড় শহরের প্রায় প্রতিটি পাড়ায় ছিল একটি করে গ্রন্থাগার। এ গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে সক্রিয় ছিল প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক জীবন যা আজ আর নেই। এ ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার কার্যক্রমের মাধ্যমে পাড়াশোনার পাশাপাশি অতীতের সেই সাংস্কৃতিক জীবনটাকেও ফিরিয়ে আনা সম্ভব। যেসব লোকালয়ে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার পাঠকদের কাছে বইয়ের সুবিধা পৌঁছে দেবে সেসব এলাকায় গ্রন্থাগার-কর্মসূচির সভ্য ও স্থানীয় সংস্কৃতিমনা মানুষদের সংঘবদ্ধ করে গড়ে তোলা হবে একটি করে সাংস্কৃতিক দল যারা সারা বছর ধরে স্থানীয়ভাবে নানারকম সাংস্কৃতিক কর্মকা- পরিচালনা করবে। এর ফলে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সদস্যরা জনাকতক যোগাযোগহীন ও বিচ্ছিন্ন পাঠক হয়ে থাকবেন না, হয়ে উঠবেন রুচিশীল ও সংস্কৃতিমনা মানুষের একেকটি অনুপ্রাণীত সজীব সংঘ। সারা দেশে এই চেষ্টা যে কেবল আলোকপ্রত্যাশীদের মনন জগতের বিকাশ ঘটাবে তাই নয়, দেশ জুড়ে একটা বড়ো আকারের সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরও সূচনা করবে।

বই পড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে পাঠক, বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্মের কিশোর-তরুণদের নৈতিক মূল্যবোধের উন্নতি ঘটবে এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হবে যার প্রভাবে সমাজ থেকে মাদকাশক্তি, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ইত্যাদি হ্রাস পাবে এবং দেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, নতুন করে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি-গাড়ি তৈরি করে মাঠপর্যায়ে ভ্রাম্যামাণ লাইব্রেরি সেবা প্রদান করা বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় চলমান ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেবার ধারাবাহিকতা রেক্ষার্থে আপাততঃ ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি সেবা ভাড়ায় গ্রহণ করে সচল রাখা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। প্রকল্পটি সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং কাঙ্খিত সুফলের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে নিজস্ব ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি দ্বারা দেশে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেবা অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

আউটপুট (Output):

ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি-গাড়ি ইউনিটসমূহ প্রকল্প এলাকায় সেবা প্রদান করবে

সাধারণ মানুষ বই পড়ায় উদ্বুদ্ধ হবে

নতুন পাঠক-সদস্য ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে বই পড়বে

প্রকল্পভুক্ত এলাকাসমূহে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির পাঠক ও স্থানীয় কিশোর-তরুণদের নিয়ে ছোট ছোট সাংস্কৃতিক সংঘ/দল গঠন করা হবে

প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে

১।	প্রকল্পের নাম		**দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্প** **[Country-wide Mobile Library Project]**
২।	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ		সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা		গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
৬।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য		৭৬টি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি ইউনিট পরিচালনার মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সাধারণ মানুষ বিশেষ করে নারী ও শিশু-কিশোরদের জন্য বই পঠনের বিকল্প উৎস তৈরি করা প্রকল্প এলাকায় প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৭৫ হাজার পাঠকের সৃজনশীল বইয়ের পাঠাভ্যাসের

			উন্নয়ন ঘটানো সাধারণ মানুষ বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকা--র উৎসাহ প্রদান ও সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ৫০০টি সাংস্কৃতিক সংঘ গঠন এবং ৬০০০টি অনুষ্ঠান করা
৭।	প্রকল্পের মেয়াদ		০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত